দৈনিক সংবাদ

030

তারিখ 10 FEB 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার, ২৭শে মাঘ, ১৩৯৫

বিনামূল্যের বই

বিনামূল্যে বই বিতরণ নিয়ে অনিয়ম, অব্যবস্থা, খামখেয়ালীর অবসান এবারো হলো না। অভিযোগ একটি নয়, বহু। কথাছিল ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে বিনামূল্যের সব বই বিতরণ করা হবে। কিন্তু ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও সব ছাত্রছাত্রী হাতে বই পায়নি। দুই, যে বই বিনামূল্যে পাওয়ার কথা তা অনেককে টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে। তিন, শিক্ষা দফতর থেকে বইগুলো সরাসরি স্কুলে চলে যাবার কথা, অথচ বিনামূল্যের বহু বই এখন দোকানে বেচাকেনা হচ্ছে। চতুর্থতঃ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যে বিনামূল্যের বই বিতরণের কর্মসূচী নেয়া হলেও বিভিন্ন বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কিণ্ডার গার্টেনগুলোকে এসব বই কিনে নিতে বলা হচ্ছে।

ইউনিসেফের সহায়তায় বিনামূল্যে বই বিতরণের কর্মসূচীটি চালু করা হয় বেশ কয়েক বছর আগে। যেকোন কর্মসূচী চালু হওয়ার সময় প্রথম দিকে কিছু অসুবিধা-অব্যবস্থা দেখা দিতে পারে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে সেগুলো দূর হয়ে যাবার কথা। এক্ষেত্রে সেগুলো দূর না হয়ে বরং বাড়ছে।

জানুয়ারীর প্রথম থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্লাস শুরুর প্রথম দিকে নতুন বই পেয়ে লেখাপড়ায় একটা উৎসাহও দেখা যায়। জানুয়ারীর প্রথম দিকেই যেখানে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে সেখানে ফেব্রুয়ারীর ৮/১০ তারিখের মধ্যেও যদি বই-ই সরবরাহ করা না হয় তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়া শুরু করবে কখন?

বিতরণ পদ্ধতির পরিবর্তনও ছাত্র-ছাত্রীদের বিলম্বে বই পাওয়ার একটি কারণ। আগে ডাকঘর থেকে বই বিতরণ করা হতো। উপজেলা শিক্ষা অফিসের ওপর চলতি বছর এই দায়িত্ব দেয়ায় তাদের নতুন করে শুরু করতে হয়েছে। বিতরণ পদ্ধতি এভাবে বার বার পরিবর্তন করা পরিস্থিতির উন্নতির সহায়ক নয়।

অন্ত পাড়াগাঁর বিদ্যালয়গুলোকে উপজেলা সদর থেকে বই আনার জন্য পরিবহন খাতে যে অর্থ ব্যয় করতে হয় তাতে যদি বই-এর দামের কাছাকাছি খরচ পড়ে যায় এবং তার ব্যয় ছাত্র-ছাত্রীদের বহন করতে হয় তাহলে এটা তাদের জন্য অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়গুলোতে বই না পৌছা এবং দোকানে বিনামূল্যের বই বিক্রি হওয়ার মধ্যে শুধু অসামঞ্জস্য নয়, পরিষ্কার দুর্নীতির সম্পর্ক রয়েছে। এর সাথে শিক্ষা বিভাগের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পুস্তক বিক্রেতারা নিঃসন্দেহে জড়িত। এখানে কায়েমী স্বার্থ গেড়ে না বসলে তা বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত থাকতে পারতো না। এটাকে ভাঙ্গা দরকার। সেই দায়িত্ব সরকারের। এই দুর্নীতি আছে বলেই স্কুলগুলো সময়মত বিনামূল্যের বই পায় না। দুর্নীতিবাজরা জানে, সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পয়সা দিয়ে বিনামূল্যের বই দোকান থেকে কিনতে বাধ্য হবে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিনামূল্যে ঐ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের বই বিতরণের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে অনুমোদন বিহীন বেসরকারী স্কুল এবং কিণ্ডার গার্টেনগুলোকে বিনামূল্যে বই থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। সরকার আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অনুমোদন দিতে বা এগুলোকে সরকারীকরণ করতে পারছেন না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের এসব স্কুল খুবই আর্থিক কষ্টের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। সেগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদেরও অধিকাংশের অবস্থা তেমন ভাল নয়। এই অবস্থায় তারা বিনামূল্যের বই পাওয়ার ব্যাপারে বরং অগ্রাধিকার পেতে পারে। কিণ্ডার গার্টেনগুলোয় ছাত্র-ছাত্রীরা ধনী বলে বিনামূল্যের বই পেতে পারে না বলে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তাও কতখানি গ্রহণযোগ্য তা বিবেচনা করে দেখা দরকার। অনেক নামকরা সরকারী-বেসরকারী স্কুলেও বহু ধনী পরিবারের সন্তান অধ্যয়নরত রয়েছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা যেখানে লক্ষ্য এবং এই বই প্রধানতঃ ইউনিসেফ-এর অর্থানুকূল্যে প্রদান করা হচ্ছে সেখানে এক্ষেত্রে কাউকে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

কোন কোন বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই সরবরাহ করে তার বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে স্কুলের তহবিলের কথা বলে চাঁদা আদায় করছে। এটি ঘুরিয়ে বই-এর দাম নেয়ারই সামিল হলো। চাঁদা নিতে হলে সরকারী অনুমোদন নিয়ে এমনিতে তারা নিতে পারে। কিন্তু বিনামূল্যের বই-এর সাথে চাঁদা প্রদানের বিষয়কে কোনভাবেই যুক্ত করতে দেয়া যায় না।

ফেব্রুয়ারী মাস-এর অর্ধেক গত হতে চললো, আমরা আশা করব সরকার আর বিলম্ব না করে এব্যাপারে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।